আরশের ছায়া

আবদুল হামীদ ফাইযী

আরশের ছায়া

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রণয়নে

আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ইসলামী গবেষক, লেখক, মুহাক্কিক আলিম ও দাঈ

প্রকাশনায়

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

ঢাকা-বাংলাদেশ

আরশের ছায়া

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

বই নং- ৬০

বাংলাদেশ সংস্করণ :
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১১

প্রকাশনায় :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০-৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯-৬৪৬৩৯৬
ওয়েব : www.tawheedpublications.com
ইমেল : tawheedpp(@)gmail.com

প্রচ্ছদ : আল-মাসরুর

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-8766-68-8

মুদ্রণ :
হেরা প্রিন্টার্স.
হেমেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা

সূচীপত্র

ভূমিকা	7
আরশের ছায়া	8
(১) ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনেতা	12
(২) সেই যুবক, যে নিজের যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটায়।	18
(৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকে থাকে।	22
(৪) আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী দুই বন্ধ	25
(৫) আল্লাহর ভয়ে অভিসারিকার ডাকে যে সাড়া দেয় না।	31
(৬) সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমনভাবে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা বাম হাতও টের পায় না।	37
(৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে কাঁদে	40
(৮) যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোন ঋণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা অবধি) অবকাশ দেয়।	45

বই পড়ুন, আপনজনকে
পড়তে দিন।

আল-কুরআনের প্রথম
আদেশ অবতীর্ণ হয়,

'তুমি পড়।'

সুতরাং পড়ুন, আমল করুন,
অপরকে উপদেশ দিন এবং
এ সবে ধৈর্যধারণ করুন।
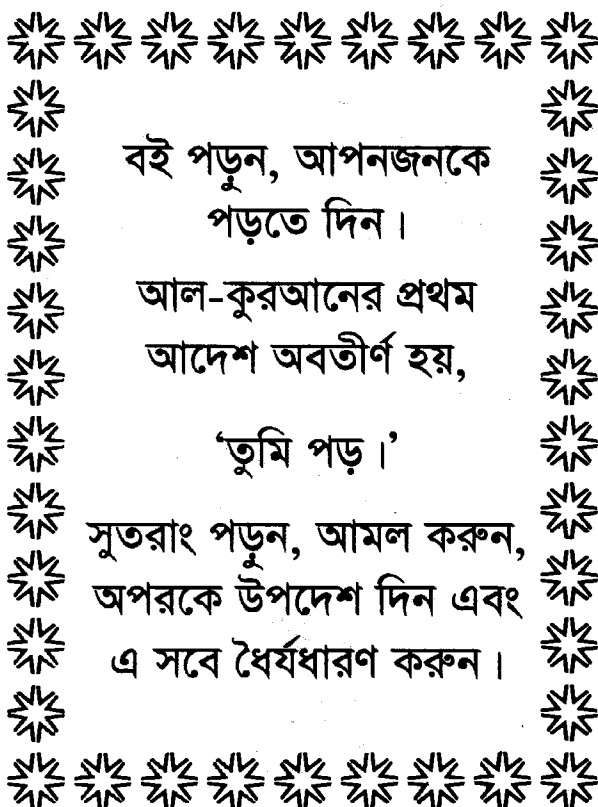
ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

পৃথিবীর এ জীবন কয়েক দিনকার। সেই পরপারের চিরস্থায়ী জীবনের কথা মানুষের ভাবা দরকার। দিনের দিন দিন ফুরিয়ে আসছে, তার জন্য ভয় হওয়া এবং প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (٢٨١) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ভয় কর সেই দিনকে, যেদিনে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৮১ আয়াত)*

মরণের ভয় সবারই আছে, কিন্তু মরণের পর কি হবে, তাতে বিশ্বাস অনেকের নেই। তাই তো কবরের জন্য প্রস্তুতি নিতে তৎপর হয় না।

এ বিশ্ব একদিন ধ্বংস হবে, অনেকে বিশ্বাস করে, কিন্তু কিয়ামতের মাঠে কী হবে, তাতে অনেকের বিশ্বাস নেই। তাই তাতে অনেকে গুরুত্ব দেয় না। আর তাই তাদের আমল ঠিক নেই।

পক্ষান্তরে মু'মিনের সে সবে বিশ্বাস আছে, তাই নিজের আমল ঠিক রাখে। পরকালের নানা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য এবং সেখানে চিরসুখ লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা তার সে কাজের সহযোগী হবে বলে আশা করি। আর মহান আল্লাহই তওফীকদাতা।

বিনীত--
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ
৩০/৪/২০১০

আরশের ছায়া

আরশ হল রাজার সিংহাসন। শরীয়তে আরশ বলা হয় সেই মহাসনকে, যার উপর মহান আল্লাহ সমারূঢ় আছেন। এই আরশ হল মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। মহানবী (ﷺ) বলেন, "কুরসীর তুলনায় সাত আসমান হল ময়দানে পড়ে থাকা একটি বালার মত। আর আরশের তুলনায় কুরসী হল ঐরূপ বালার মত!"[১]

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) বলেন, 'কুরসী হল মহান আল্লাহর পা রাখার জায়গা।'[২]

মহান আল্লাহ সেই কুরসীর বিশালতা সম্বন্ধে বলেন,

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ج وَلَا يَـُٔوْدُهُ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। আর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি সুউচ্চ, মহামহিম।

(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)

এই মহা আরশের পায়া ও প্রান্ত আছে। মহানবী (ﷺ) বলেন, "নবীদের মধ্যে একজনকে অপরের উপর প্রাধান্য দিয়ো না। যেহেতু কিয়ামতের দিন মানুষ মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আমি সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠে দেখব মূসা আরশের পায়াসমূহের একটি পায়া (অন্য এক বর্ণনা মতে আরশের এক প্রান্ত) ধরে আছেন। অতএব জানি না যে, তিনি মূর্ছিত হয়েছিলেন অথবা (আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার সময়) মূর্ছিত হওয়ার বিনিময়ে তিনি মূর্ছিত হননি।"[৩]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ج وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ع﴾

অর্থাৎ, তুমি ফিরিশ্‌তাদেরকে দেখতে পাবে যে, ওরা আরশের

---

[১] *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৯নং)*
[২] *(মুখতাসারুল উলু ১/৭৫)*
[৩] *(বুখারী, মুসলিম)*

চারিপাশ ঘিরে ওদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। ন্যায়ের সঙ্গে সকলের বিচার করা হবে; আর বলা হবে, 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য।' *(সূরা যুমার ৭৫ আয়াত)*

﴿الَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ﴾

অর্থাৎ, যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। *(সূরা মু'মিন ৭ আয়াত)*

আরশ বহনকারী নির্দিষ্ট ফিরিশ্‌তা আছেন। *(সূরা মু'মিন ৭, হা-ক্কাহ ১৭ আয়াত)*

কিয়ামতে আরশের ছায়া হবে।

কিয়ামতের ভয়ানক সেই দিন। যেদিন সূর্য অতি নিকটে হবে। আর তার কারণে মানুষ অত্যন্ত ঘর্মসিক্ত হবে। স্বেদস্রাবে আমল অনুযায়ী কারো পায়ের গ্রন্থি অবধি, কারো হাঁটু অবধি, কারো কটি অবধি, কারো বা নাসিকা (ও কর্ণ) পর্যন্ত ডুবন্ত হবে। মাটির নিচে সেই ঘাম পৌঁছবে ৭০ হাত।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোকেরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে (এবং তাদের এত বেশি ঘাম হবে যে,) তাদের মধ্যে কেউ তার ঘামে তার অর্ধেক কান পর্যন্ত ডুবে যাবে।[৪]

তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেওয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে।" মিক্বদাদ থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম বিন আমের বলেন, আল্লাহর কসম! আমি জানিনা যে, নবী (ﷺ) 'মীল' শব্দের কি অর্থ নিয়েছেন, যমীনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? "সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল অনুযায়ী ঘামে ডুবতে থাকবে। তাদের মধ্যে কারো তার পায়ের গাঁট পর্যন্ত, কারো হাঁটু

---

৪ *(বুখারী ও মুসলিম)*

পর্যন্ত (ঘাম হবে) এবং তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও হবে যাদেরকে ঘাম লাগাম লাগিয়ে দেবে।" (অর্থাৎ, নাক পর্যন্ত ঘামে ডুববে।) এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন।[৫]

তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের প্রচণ্ড ঘাম হবে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনে সত্তর হাত পর্যন্ত নিচে যাবে। আর তাদের মুখ পর্যন্ত ঘামে নিমজ্জিত থাকবে। এমন কি কান পর্যন্তও।[৬]

বলা বাহুল্য, কিয়ামতের সেই কঠিন রৌদ্রতপ্ত দিনে ছায়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এত বিশাল আরশ হওয়া সত্ত্বে ও সবার ভাগ্যে তার ছায়া জুটবে না। যদিও আরশ সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, তবুও মহান আল্লাহর খাস সৃষ্টি হবে সে ছায়া। যেমন সেদিন সাদকার ছায়া হবে এবং প্রত্যেক সাদকাকারী সেই ছায়ায় অবস্থান করবে।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "(কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"[৭]

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।"[৮]

কিন্তু কারা হবে সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা কিয়ামতে আরশের ছায়া পেয়ে সেই নিকটবর্তী সূর্যের উত্তাপ থেকে মুক্তিলাভ করবে?

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন,

(سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ). متفق عليه

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই (কিয়ামতের) দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া

---

[৫] *(মুসলিম)*

[৬] *(বুখারী ও মুসলিম)*

[৭] *(আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৭২নং)*

[৮] *(ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ৮৭৩নং)*

থাকবে না; (তারা হল) :-

১। ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা)।

২। সেই যুবক, যার যৌবন আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত হয়।

৩। সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদসমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।)

৪। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়।

৫। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহবান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

৬। সেই ব্যক্তি যে দান ক'রে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে, তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না।

৭। সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।[৯]

অবশ্য উক্ত সাত প্রকার ব্যক্তি ছাড়া আরও এক প্রকার মুসলিম আরশের ছায়া পাবে, যারা মানুষকে ঋণ দেয় এবং ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেয়, অথবা তার ঋণ মকুব ক'রে দেয়।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় দেবে, অথবা তার ঋণ মকুব ক'রে দেবে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন, যে দিন তাঁর সেই ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।"[১০]

প্রিয় পাঠক! আপনি যদি সেই কঠিন রোদ থেকে বাঁচতে চান, তাহলে সেই চরিত্র তৈরি করুন, যার ফলে আরশের ছায়া লাভ করবেন।

আসুন! আরো বিস্তারিতভাবে সেই চরিত্র ও কর্মাবলীর কথা আলোচনা করি।

---

[৯] *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

[১০] *(আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬১০৬, ৬১০৭ নং)*

(১) ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনেতা

উক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হল ন্যায়পরায়ণ ইমাম, শাসক, রাজা বা রাষ্ট্রনেতা। যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিজ রাজ্য চালায়, ইনসাফের সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে, নিরপেক্ষতার সাথে বিচার করে। যে তার ঐ কাজে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করে না, তার প্রজাদেরকে দু'-চোখে দেখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন জাতিগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন দেশগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন ভাষাগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন আত্মীয়গত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন এলাকাগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন পার্টিগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন বংশগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন ধর্মগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন মযহাবগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন বর্ণ-বৈষম্যগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন হিংসাগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে তার শাসনকার্য ও বিচারে কোন পজিশনগত পক্ষপাতিত্ব রাখে না।

যে নেতা লোকের মুখ দেখে মুগ ডাল দেয় না; বরং অধিকারীকে তার অধিকার দেয়।

যে কোল টেনে বিচার করে না এবং বিচারে নিজের পাতে ঝোল টানে না।

যে একতরফা শুনে বিচার করে না।

আর এমন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিচারক কেবল সেই হতে পারে, যে মহান আল্লাহর বিধান দ্বারা শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনা করবে। নচেৎ মানুষের মনগড়া সংবিধানের অনেক ক্ষেত্রে ইনসাফ নেই।

মহান আল্লাহ তাঁর নবী (ﷺ)-কে বলেন,

﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে

তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। *(সূরা মাইদাহ ৪৮ আয়াত)*

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর আরো বহু নির্দেশ রয়েছে আল-কুরআনে,

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ (٢٦) سورة ص

অর্থাৎ, 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে।' *(সূরা স্বাদ ২৬ আয়াত)*

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا لا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ط إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন, তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮ আয়াত)*

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন; যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। *(সূরা নাহল ৯০ আয়াত)*

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ج فَإِنْ فَاءَتْ

﴿فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ط إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর; অতঃপর তাদের একদল অপর দলের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করলে তোমরা বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে সন্ধি স্থাপন কর এবং সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা হুজুরাত ৯ আয়াত)*

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى أَلَّا تَعْدِلُوْا ط اعْدِلُوْا قف هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللهَ ط إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌم بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ (٨) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে (হকের উপর) দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত (এবং) ন্যায়পরায়ণতার সাথে সাক্ষ্যদাতা হও। কোন সম্প্রায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

﴿وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ أَشُدَّهٗ ج وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ج لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ج وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ج وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوْا ط ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ لا﴾

অর্থাৎ, পিতৃহীন বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হয়ো না এবং পরিমাপ ও ওজন ন্যায়ভাবে পুরাপুরি প্রদান কর। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বল এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ج إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلٰى بِهِمَا نف فَلَا

تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا ج وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ (١٣٥) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন। *(সূরা নিসা ১৩৫ আয়াত)*

ন্যায়পরায়ণদের বাদশা মহানবী (ﷺ) বলেন,

"জান্নাতী তিন প্রকার। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, যাকে ভাল কাজ করার তওফীক দেওয়া হয়েছে। (২) ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেক আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিমের প্রতি দয়ালু ও নম্র-হৃদয় এবং (৩) সেই ব্যক্তি যে বহু সন্তানের (গরীব) পিতা হওয়া সত্ত্বেও হারাম ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকে।"[১১]

"আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।"[১২]

"কাযী (বিচারক) তিন প্রকার। এদের মধ্যে একজন জান্নাতী এবং অপর দু'জন জাহান্নামী। জান্নাতী হল সেই বিচারক যে 'হক' (সত্য) জানল এবং সেই অনুযায়ী বিচার করল। আর যে বিচারক 'হক' জানা সত্ত্বেও অবিচার করল, সে জাহান্নামী এবং যে বিচারক না জেনে (বিনা ইলমে) লোকেদের বিচার করল, সেও জাহান্নামী।"[১৩]

প্রত্যেক ব্যাপারেই ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতায় উদ্বুদ্ধ করে ইসলাম। নিজের সন্তানদের ব্যাপারেও মহানবী (ﷺ)-এর নির্দেশ হল, "তোমরা

[১১] (মুসলিম)

[১২] *(মুসলিম ১৮২৭ নং)*

[১৩] *(আবূ দাউদ ৩৫৭৩, তিরমিযী ১৩২২, ইবনে মাজাহ ২৩১৫, সহীহুল জামে' ৪৪৪৬নং)*

Contents

আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কর।”[১৪]

কোন্ সে বিচার সুবিচার?

“দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দণ্ড দান
প্রবলের অত্যাচার। যে দণ্ডবেদনা
পুত্রেরে পারো না দিতে, সে কারে দিয়ো না।
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে......”

একদা শাহ সেকেন্দার আরাস্তুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বাদশার জন্য কোন্ গুণটি অধিক ভালো, বীরত্ব অথবা ন্যায়পরায়ণতা?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘বাদশা ন্যায়পরায়ণ হলে তাঁর বীরত্বের প্রয়োজন নেই।’

ইবনে তাইমিয়া (রঃ) বলেন, ‘রাজ্যে ন্যায়পরায়ণতা থাকলে আল্লাহ সেই রাজ্যকে টিকিয়ে রাখেন; যদিও তা কাফের রাজ্য হয়। পক্ষান্তরে রাজ্যে যুলম থাকলে আল্লাহ সে রাজ্যকে ধ্বংস করেন; যদিও তা মুসলিম রাজ্য হয়।’ ইতিহাস সে কথার সাক্ষ্য বহন করে।

ন্যায়পরায়ণতায় মনে শান্তি ও দেহে নিরাপত্তা লাভ হয়। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট কাইসার এক দূত পাঠাল। উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর অবস্থা, কর্ম ও রাজ্য-পরিস্থিতি পরিদর্শন করা। দূত মদীনায় প্রবেশ করে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল, ‘তোমাদের রাজা কোথায়?’

লোকেরা বলল, ‘আমাদের কোন রাজা নেই। অবশ্য আমাদের আমীর (নেতা) আছেন। আর তিনি এখন মদীনার উপকণ্ঠে বের হয়ে গেছেন।’

দূত তাঁর খোঁজে বের হয়ে গেল। কিছু পরে তাঁকে দেখতে পেল, তিনি বালির উপর দুর্রাকে বালিশ বানিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন! তাঁর অবস্থা দর্শন ক’রে দূতের হৃদয় নরম হল ও মনে মনে বলল, ‘এমন এক মানুষ, যাঁর আতঙ্কে সমস্ত রাজাদের কোন সিদ্ধান্ত স্থির হয় না, তাঁর অবস্থা এই? আসলে হে উমার! আপনি ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাই এইভাবে ঘুমাতে পেরেছেন। আর আমাদের রাজা অন্যায় করে, যার ফলে সে সর্বদা ভীত-

[১৪] *(বুখারী ২৬৫০, মুসলিম ১৬২৩নং)*

সন্ত্রস্ত থেকে অনিদ্রায় কাল কাটায়।'

সত্যিই তো, যে রাজ্যের প্রাচীর ন্যায়পরায়ণতা, সে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য অন্য কোন লৌহ-প্রাচীরের দরকার হয় না।

পক্ষান্তরে অবিচার, অন্যায় ও যুলমের পরিণাম অবশ্যই ভাল নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ﴾ (٤٢) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, তুমি কখনো মনে করো না যে, অত্যাচারীরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। আসলে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন সকল চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। *(সূরা ইব্রাহীম ৪২ আয়াত)*

মহানবী (ﷺ) বলেন, "যে কোন দশ ব্যক্তির আমীরকে কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। পরিশেষে হয় তাকে তার (কৃত) ন্যায়পরায়ণতা বেড়ি-মুক্ত করবে, নচেৎ তার (কৃত) অত্যাচারিতা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।"[১৫]

হ্যাঁ, ন্যায় বিচারকের শত্রু থাকবে। ইবনুল অর্দী বলেন, 'মানুষ পর্বতচূড়ায় একাকী বাস করলেও তার বিরোধী লোক থাকবেই। আর যে বিচারক হবে তার অর্ধেক মানুষ হবে শত্রু; যদিও সে ইনসাফ করে।'

আর সেটাই হবে তার ন্যায়পরায়ণতার দলীল। তবে এ কথা ঠিকই যে, ন্যায়ের পাথুরে দেওয়ালে আঘাত খেয়ে সকল শত্রুতা চুরমার হয়ে যাবে। পরিশেষে জয় হবে ন্যায়েরই।

---

[১৫] *(আহমাদ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৬৯৫নং)*

(২) সেই যুবক, যে নিজের যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে কাটায়।

যৌবনাবস্থায় মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন অতিবাহিত করা বড় কঠিন কাজ---তাই এত ফযীলত।

যে যৌবন যুবকের বুকে তুফান আনে। আর তুফান কি খেয়াল করতে পারে, তাতে কার ঘর ভাঙ্গছে?

যে যৌবন যুবকের জীবনে প্লাবন আনে। আর প্লাবন কি খেয়াল করতে পারে, তাতে কার ঘর ডুবছে? কার জমির ক্ষতি হচ্ছে?

পাগলা ঘোড়ার মত যৌবনের ঘোড়া তার হৃদয়ের ময়দানে ছুটে বেড়ায়, বজ্রগর্ভ পাগলা মেঘের মত যৌবন তার মনের আকাশকে আচ্ছন্ন করে।

যুবকের যৌবন তার বুকের ভূমিতে গুপ্ত-সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। তুষের আগুনের মত ভিতরে গুমরে, আর সুযোগ পেলে দপ ক'রে জ্বলে ওঠে।

'তুমি কে? তুমি মদোন্মত্ত মানবের যৌবন,
তুমি বারিদের ধারা জল মহাগিরির প্রস্রবণ।'

যুবকের সেই যৌবনকে সামাল দেওয়া চারটি খানি কথা নয়। সেই ঝড়-তুফান-প্লাবন, জোয়ার ও আগ্নেয়গিরিকে প্রতিহত করা সহজ নয়।

'এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে যখন উঠেছে চাঁদ?'

আঁচল দিয়ে কি আগুন ঢেকে রাখা সম্ভব? যৌবনের উন্মত্ততা প্রশমিত করা কি সহজ?

মানুষের যৌন-প্রকৃতি যুবককে নিপীড়িত করে।

বাইরের পরিবেশ যুবককে প্রলুব্ধ করে। কাগজি কচালতে দেখে এবং তেঁতুল ঘুলতে দেখে কি কেউ জিভের পানি আটকে রাখতে পারে?

নারী-স্বাধীনতা তথা যৌন-স্বাধীনতার আচরণ যুবককে পাগল ক'রে তোলে।

বেপর্দার নগ্ন পরিবেশ তাকে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত ক'রে তোলে।

স্কুল-কলেজ ও অফিসের নারী-পুরুষদের অবাধ মেলামেশা ও সহাবস্থান তাকে ফিতনাগ্রস্ত করে।

যৌন-সুড়সুড়িদাতা মিডিয়া ও নেট তাকে চরিত্রহীনতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি তার চিন্তা-চেতনাকে ব্যাকুল ও ব্যস্ত ক'রে রাখে।

এমন পরিস্থিতিতে কোন যুবক কি আল্লাহর দাসত্ব ক'রে জীবন অতিবাহিত করতে পারে? এমন জীবন-যুদ্ধে সে কি বিজয়ী রূপে বাঁচতে পারে? যে পারে, সে অবশ্যই সেই রৌদ্রতপ্ত সুদীর্ঘ দিনে আরশের ছায়া পাওয়ার উপযুক্ত।

বিস্ময়ের ব্যাপার! পথ এত পিচ্ছিল, তবুও পিছল কেটে পা ফসকায় না! পথ এমন পাথুরে বন্ধুর, তবুও কোথাও হোঁচট খায় না! পথে এত মাইন পাতা, তবুও তাতে পা পড়ে বিস্ফোরণ ঘটে না! এত বৃষ্টিতেও গা ভেজে না!

স্বয়ং প্রতিপালকই এ ব্যাপারে বিস্মিত। মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা সেই যুবকের প্রতি বিস্মিত হন, যার যৌবনে কোন কুপ্রবৃত্তি ও ভ্রষ্টতা নেই।"[১৬]

হ্যাঁ, ফিতনার সময় ইবাদত করা মহানবী (ﷺ)-এর প্রতি হিজরত করার সমান।[১৭] যেহেতু ফিতনা যখন মন কেড়ে নেয়, তখন মনকে আল্লাহর ইবাদতে বেঁধে রাখা বড় কঠিন হয়। আর যার নিকট এই কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়, সে কি উক্ত বড় মর্যাদার অধিকারী নয়?

কিন্তু ইবাদত কাকে বলে? ইবাদত মানে হল : দাসত্ব। অর্থাৎ, সব কাজে আল্লাহর অনুগত দাস হয়ে জীবন পরিচালিত করতে হবে। বলতে হবে,

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ﴾ سورة الأنعام

অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি।'

সুতরাং ইবাদত কেবল নামায-রোযা ও মসজিদ-মক্কার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা হল প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কর্ম,

[১৬] *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৪৩নং)*

[১৭] *(মুসলিম)*

যাকে আল্লাহ পছন্দ করেন বা যা করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। আর তার ভিত্তি হল তাওহীদ এবং শর্ত হল ইখলাস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদী।

বলা বাহুল্য, সেই যুবক কাল কিয়ামতের প্রখর রৌদ্রের দিনে মহান আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে, যে তার জীবন-যৌবন অতিবাহিত করবে আল্লাহর ইবাদত, তাঁর রসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে। অর্থাৎ, তার আকীদা, আমল ও আখলাক হবে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস-ভিত্তিক। যা বিশ্বাসের---তা মনে বিশ্বাস করতে হবে, যা করণীয়---তা কাজে পরিণত করতে হবে, যা বর্জনীয়---তা বর্জন করতে হবে।

যৌবনের জ্বালা প্রশমিত করার ইসলামী পদ্ধতি আছে, যুবককে তা প্রয়োগ করতে হবে এবং যাবতীয় অবৈধ পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে হবে।

যৌবনের জ্বালা এমন যে, বিবাহিত স্ত্রী থাকতেও যৌন-সংক্রান্ত পাপ ঘটে যায়। অবশ্য মনের মত একটা স্ত্রী থাকলে মুমিনের অর্ধেক ঈমান তার জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মহান আল্লাহ মু'মিনের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ (١) .... وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ (٥) إِلَّا عَلٰٓى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ج (٦) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ج(٧)﴾ سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে.......... যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত; এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারা হবে সীমালংঘনকারী। *(সূরা মু'মিনূন ১-৭ আয়াত)*

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "মুসলিম যখন বিবাহ করে, তখন সে তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করে, অতএব বাকী অর্ধেকাংশে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।"[১৮]

"হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের---অর্থাৎ, স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষু-দৃষ্টিকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।"[১৯]

---

[১৮] *(সহীহুল জামে' ৬১৪৮-নং)*

[১৯] *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩০৮০নং)*

যৌবন অবস্থায় মানুষের সাধারণতঃ গায়ে বল থাকে, রক্তের জোর থাকে। তাই অনেক সময় ধরাকে সরাজ্ঞান করে। আচার-ব্যবহারে পদস্খলন ঘটে।

যৌবনকালই মানুষের মৌলিক সামর্থ্যের সময়, যে সময়ে সে সঠিকভাবে সকল ইবাদত পালন করতে পারে।

যৌবনকাল যদি হেলায়-খেলায় কাটে, তাহলে বৃদ্ধকালে ইবাদত ক'রে কেউ বাঁচলেও বাঁচতে পারে। তবুও কিয়ামতে সে সম্পর্কে যে প্রশ্ন হবে, তার জন্য জবাব প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "কিয়ামতের দিন কোন বান্দার পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সরবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ৫টি জিনিস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার যৌবন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কিসে নষ্ট করেছে? তার ধন-সম্পদ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হবে যে, সে তা কি উপায়ে উপার্জন করেছে এবং কোন্ পথে ব্যয় করেছে? এবং যে ইল্ম সে শিখেছিল, সে অনুযায়ী কি আমল করেছে?"[২০]

মহানবী (ﷺ) বলেন, "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটির পূর্বে গনীমত জেনে মূল্যায়ন করো; বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে এবং মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে।"[২১]

ভেবে দেখুন, মানুষ শৈশবকালে শিশুদের সাথে খেলে কাটালে, যৌবনকালে যৌবন নিয়ে উদাসীন থাকলে, বৃদ্ধকালে দুর্বল হয়ে পড়লে, আল্লাহর জন্য আমল করবে কখন?

লক্ষণীয় যে, হাদীসে রাষ্ট্রনেতার পরপরেই যুবককে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাতে এই বুঝা যায় যে, গঠনমূলক সকল কাজে যুবকের রয়েছে প্রধান ভূমিকা। অবশ্য যুবশক্তি পরিপক্ব হয় বৃদ্ধের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দ্বারা।

---

[২০] *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৬নং)*

[২১] *(হাকেম ৪/৩০৬, আহমাদ, সহীহুল জামে' ১০৭৭নং)*

(৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে লটকে থাকে।

অর্থাৎ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অপেক্ষায় তার মন মসজিদে পড়ে থাকে। মসজিদে নামায পড়ে দুনিয়ার কাজে বাড়ি ফিরতে হলে পুনরায় মসজিদের দিকে তার মন টানে। ধ্যান-কান লাগিয়ে থাকে, অপেক্ষায় থাকে আযান হচ্ছে কি না? মসজিদের খিদমত করে। ঝাঁট-ঝাড়ু করে। মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, সুগন্ধময় ক'রে রাখে।

দুনিয়াদার মানুষদের মন দুনিয়ার সাথে লটকে থাকে। চাষী চাষের সাথে, ব্যবসায়ী ব্যবসায়ের সাথে, কেউ ক্লাবের সাথে, কেউ নেটের সাথে, কেউ টিভির সাথে, কেউ বউয়ের সাথে, কেউ খেলার সাথে মন বেঁধে রাখে এবং সে সবের মাঝে তারা স্বস্তি খুঁজে পায়।

কিন্তু মু'মিন স্বস্তি খুঁজে পায় মসজিদে বসে। আল্লাহর যিক্রের মাঝে মনে শান্তি ফিরে পায়। মসজিদ যেন তার জন্য মনোরম উদ্যান, মসজিদ তার কাছে সেই রকম, যে রকম মাছের কাছে পানি।

মু'মিনের জন্য মসজিদ আবাদ করা তার যেন ধর্ম নয়, প্রকৃতি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسٰى أُولٰئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾

অর্থাৎ, তারাই তো আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, ওদেরই সম্বন্ধে আশা যে, ওরা সৎপথপ্রাপ্ত হবে। *(সূরা তাওবাহ ১৮ আয়াত)*

যারা মসজিদ আবাদ করে, তারা এক প্রকার আল্লাহর প্রতিবেশী।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ কিয়ামতের দিন আহবান ক'রে বলবেন, 'আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?' তা শুনে ফিরিশ্তাগণ বলবেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রতিবেশী হওয়ার উপযুক্ত কারা?' তিনি বলবেন, 'মসজিদ আবাদকারীরা কোথায়?"[২২]

---

[২২] *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৮নং)*

মসজিদ হল প্রত্যেক মুত্তাক্বীর ঘর। *(ত্বাবারানী, বায্যার)* সে ঘরে তার মন লটকে থাকবে না কেন? সে ঘর যে মহান আল্লাহর নিকট এ পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা।

নবী (ﷺ) বলেছেন, "আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।"[২৩]

কেন তার মন মসজিদে আবদ্ধ থাকবে না? সেখানে অবস্থান করলে মহান প্রতিপালক যে তাকে নিয়ে খুশী হন। যেহেতু সে তখন হয় আল্লাহর মেহমান।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহেমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।"[২৪]

তিনি আরো বলেন, "কোন ব্যক্তি যখন যিক্র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরূপ খুশী হন, যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।"[২৫]

মসজিদের সাথে মন বেঁধে রাখলে ফিরিশ্তার দুআ পাওয়া যায়। যতক্ষণ মসজিদে নামাযের অপেক্ষা করা যায়, ততক্ষণ নামায পড়ার সওয়াব লাভ হয়!

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেননা, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয়, তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে, ততক্ষণ ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ! ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর।' আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।"[২৬]

---

[২৩] *(মুসলিম)*

[২৪] (বুখারী-মুসলিম)

[২৫] *(ইবনে আবী শাইবাহ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৩২২নং)*

[২৬] *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

তাছাড়া মসজিদে যেতে অভ্যাসী হওয়া সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পাপসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং মর্যাদা বর্ধন করেন? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, কষ্টের সময় পূর্ণরূপে ওযূ করা, মসজিদের দিকে বেশী বেশী পদক্ষেপ করা (অর্থাৎ দূর থেকে আসা) এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামাযের অপেক্ষা করা। সুতরাং এই হল (নেকী ও সওয়াবে) সীমান্ত পাহারা দেওয়ার মত।[২৭]

বিশেষ ক'রে ফরয নামাযের পর মসজিদে অবস্থান করার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। এক হাদীসে এ কাজকে 'কাফ্ফারা' (অর্থাৎ, গোনাহসমূহের প্রায়শ্চিত্ত) বলা হয়েছে।[২৮]

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয়; বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব।[২৯]

মসজিদ সেই ঘর, যে ঘরের দিকে ঘনঘন যাতায়াত করার ফলে পরকালের অন্ধকারে জ্যোতি লাভ হয়।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "অন্ধকারে অধিকাধিক মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।"[৩০]

যে লোক দুনিয়াদারীর নানা ঝঞ্ঝটের রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর ঘরের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, সে লোককে তিনি কিয়ামতের রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এ এক সুন্দর প্রতিদান!

---

[২৭] *(মুসলিম)*
[২৮] *(তিরমিযী)*
[২৯] *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৪৬১নং)*
[৩০] *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৩১০নং)*

(৪) আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপনকারী দুই বন্ধু

সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়।

প্রথমতঃ ঐ দুই ব্যক্তি আপোসে ভালবাসা স্থাপন করে আল্লাহর নিমিত্তে।

আল্লাহর নিমিত্তেই ভালবাসা ও বন্ধুত্বে একত্রিত হয়। আবার কারণবশতঃ তাদের পারস্পরিক বিচ্ছেদও হয় সেই আল্লাহর নিমিত্তে।

অথবা উভয়ে যখন কোন মজলিসে একত্রিত হয়, তখন একত্রিত হয় আল্লাহর ওয়াস্তে এবং যখন তারা সেই মজলিস ত্যাগ করে তখনও আল্লাহর ওয়াস্তে।

অথবা তারা আল্লাহর প্রিয় কাজের জন্য ভালবাসা ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে তাও হয় দ্বীনদারীর ক্ষতি ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বাধা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা হওয়ার জন্য।

উভয়ের পরস্পরকে ভালবাসার কারণ কি? আল্লাহর ভালবাসা।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু সে জানে যে, ও আল্লাহকে ভালবাসে অথবা আল্লাহ ওকে ভালবাসেন।

এ ওকে ভালবাসে না কেন? যেহেতু সে জানে যে, ও আল্লাহকে ভালবাসে না অথবা আল্লাহ ওকে ভালবাসেন না।

অর্থাৎ, যার সঙ্গে ভালবাসা বা বন্ধুত্ব করা হয়, তার সাথে পার্থিব কোন স্বার্থ জড়িত থাকে না। নিছক উদ্দেশ্য হয়, তার সঙ্গে ভালবাসা করলে দ্বীনদারীর উপকার হবে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। এমন দুই ব্যক্তিকেও আল্লাহ আরশের ছায়া দানে ধন্য করবেন।

পক্ষান্তরে ভালবাসা হয় নানা কারণে। প্রথমে ভাল লাগে, তারপর ভালবাসা হয়। আর ভাল লাগার কারণও নানা।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ওর পদ আছে, কোনদিন কাজে লাগবে।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ওর দোকান আছে, সেখান থেকে সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যাবে।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ওর বাগান আছে, মৌসমে ফল-ফ্রুট পাওয়া যাবে।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ওর সবজি চাষের জমি আছে, সময়ে

সবজি পাওয়া যাবে।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ও বড় সুন্দর।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ও বড় বুদ্ধিমান।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ও মাষ্টার মা মুদার্রিসের ছেলে।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ওর টাকা আছে। প্রয়োজনে ঋণও তো পাওয়া যাবে।

এ ওকে ভালবাসে কেন? যেহেতু ওর গাড়ি আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে।

এই শ্রেণীর পার্থিব ভালবাসার বন্ধনের কোন বন্ধুত্ব আরশের ছায়ালাভে সহযোগিতা করবে না। আরশের ছায়া পেতে হলে, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব হতে হবে নিঃস্বার্থ এবং কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে।

বলা বাহুল্য, পার্থিব স্বার্থে আঘাত লাগার পরে যে বন্ধু পর হয়ে যায়, তার ভালবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে নয় এবং সে আরশের ছায়ার যোগ্য নয়।

ঋণ চাওয়ার পর তা না পাওয়ার ফলে যে বন্ধু সম্পর্ক ছিন্ন করে, তারও বন্ধুত্ব আল্লাহর ওয়াস্তে নয় এবং সেও আরশের ছায়ার উপযুক্ত নয়।

খাওয়ানোর বিনিময়ে খাওয়াতে পারেনি বলে যে বন্ধু বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, সেও তাই।

একটি মন্দ কর্মে বাধা দেওয়ার ফলে যে বন্ধু বন্ধুত্ব নষ্ট করে, সে আসলে ঐ বন্ধু নয়।

না-নী, জা-নী, জবানী, যে বন্ধুই হোক না কেন, তা যদি পার্থিব স্বার্থের জন্য হয়, তাহলে তাতে আরশের ছায়া লাভ হবে না।

সেই বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু, যে হয় দ্বীনী বন্ধু, যে হয় বন্ধুর আয়না স্বরূপ। নিজের চেহারার কোন ত্রুটি কেউ দেখতে পায় না। আয়নাতে সে ত্রুটি ধরা পড়ে। একজন দ্বীনী বন্ধুও অনুরূপ। যে কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে, সে কাজে দ্বীনী বন্ধু উদ্বুদ্ধ করে এবং যে কাজে আল্লাহর অসন্তুষ্টি আছে, সে কাজে তাকে বাধা দেয়। ত্রুটি অপরের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করে না বরং তা গোপনে রেখেই দূর করার চেষ্টা করে।

ভালবাসা ও বন্ধুত্ব আল্লাহর ওয়াস্তে হলে তার ফযীলত রয়েছে বড়।

মহানবী (ﷺ) বলেন, এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক

ফিরিশ্‌তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।' ফিরিশ্‌তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর খাতিরে ভালবাসি।' ফিরিশ্‌তা বললেন, '(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।'[৩১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন রোগীকে সাক্ষাৎ ক'রে জিজ্ঞাসাবাদ করে অথবা তার কোন লিল্লাহী ভাইকে সাক্ষাৎ করে, সে ব্যক্তিকে এক (গায়বী) আহবানকারী আহবান ক'রে বলে, 'সুখী হও তুমি, সুখকর হোক তোমার ঐ যাত্রা (সাক্ষাতের জন্য যাওয়া)। আর তোমার স্থান হোক জান্নাতের প্রাসাদে।"[৩২]

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।"[৩৩]

"তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করেছে; সকল বিষয়, বস্তু ও ব্যক্তির চাইতে আল্লাহ ও তদীয় রসূলকে অধিক ভালবাসা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহ কুফরী থেকে রক্ষা করার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করা, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করা হয়।"[৩৪]

"যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালবাসুক।"[৩৫]

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব

---

[৩১] *(মুসলিম)*

[৩২] *(তিরমিযী)*

[৩৩] *(সহীহ আবূ দাঊদ ৩৯১০ নং)*

[৩৪] *(বুখারী ১৬, মুসলিম ৪৩ নং)*

[৩৫] *(আহমাদ, বাযযার, সহীহুল জামে' ৫৯৫৮ নং)*

স্থাপনকারীদের জন্য আমার ভালবাসা সুনিশ্চিত। আমার উদ্দেশ্যে আপোসে উপবেশনকারীদের জন্য আমার ভালবাসা সুনিশ্চিত। আমার উদ্দেশ্যে আপোসে যিয়ারতকারীদের জন্য আমার ভালবাসা সুনিশ্চিত এবং আমার উদ্দেশ্যে আপোসে খরচকারীদের জন্যও আমার ভালবাসা সুনিশ্চিত।"[৩৬]

"কিছু লোক আছে যারা নবী নয়, শহীদও নয়। অথচ নবী ও শহীদগণ আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। আর ঐ লোক হল তারা, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আপোসে বন্ধুত্ব কায়েম করে; যাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকে না এবং থাকে না কোন অর্থের লেনদেন। আল্লাহর কসম! তাদের মুখমণ্ডল হবে জ্যোতির্ময়। তারা নূরের মাঝে অবস্থান করবে। লোকেরা যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হবে, তখন তারা কোন ভয় পাবে না এবং লোকেরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, তখন তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সতর্ক হও! নিশ্চয় যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই। তারা দুঃখিতও হবে না। যারা মুমিন এবং পরহেযগার। তাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহর বাক্যাবলীর কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হল মহাসাফল্য।"[৩৭]

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবে।"[৩৮]

"ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।"[৩৯]

ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ব্যাপারে আম নির্দেশ রয়েছে শরীয়তে।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে ওঠে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করছে।"[৪০]

"মু'মিন মানুষ ছাড়া অন্য কারো সঙ্গী হয়ো না এবং তোমার খাবার

---

৩৬ *(আহমাদ ৫/২৩৩, মুঅত্তা ১৭৭৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৩৩১ নং)*

৩৭ *(সূরা ইউনুস ৬২-৬৪ আয়াত, সহীহ আবূ দাউদ ৩০১২ নং)*

৩৮ *(সহীহ তিরমিযী ১৯৪৮, আহমাদ ২১৫৭৫ নং)*

৩৯ *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭২৮ নং)*

৪০ *(আবূ দাউদ, তিরমিযী ২৩৭৮ নং)*

যেন পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ না খায়।"[৪১]

"মানুষ (দুনিয়াতে) যাকে ভালবাসে, (কিয়ামতে) সে তারই সাথী হবে।"[৪২]

"সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাঁপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাঁপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়ত তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।"[৪৩]

বলাই বাহুল্য যে, ভালবাসা আল্লাহর ওয়াস্তে হলে তার একমাত্র কষ্টিপাথর হবে আল্লাহর ভালবাসা। অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভালবাসে অথবা আল্লাহ যাকে ভালবাসে, কেবল তাকেই ভালবাসা উচিত।

একজন মহিলাকে ভালবেসে বা পছন্দ করেও বিবাহ করার খাস নির্দেশ রয়েছে শরীয়তে।

কোন মহিলার সাথে বন্ধুত্ব করা যায় না, আল্লাহর ওয়াস্তেও না। কারণ একজন মহিলার সাথে একজন পুরুষের নিষ্কাম ভালবাসা সম্ভব নয়। মনে মনে ভালবাসা যায়, আসলে তা হয়ে যায়। আর সেই ভালবাসা ততক্ষণ পবিত্র থাকে, যতক্ষণ তা হৃদয়ের রেফ্রিজ্যারেটরে হিফাযতের সাথে রাখা থাকে। আর যখনই তা সেখান থেকে বের হয়ে যায়, তখনই মাছ-মাংস পচার মত পচে যায়। অবশ্য তার আগে রান্না ক'রে খেতে পারলে অর্থাৎ, শরয়ী পদ্ধতিতে বিয়ে ক'রে নিতে পারলে সফল হওয়া যায়।

স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কিন্তু ঐ একই নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। এমনিতে চার কারণে কোন মহিলাকে জীবন-সঙ্গিনী করা হয় :-

১। মহিলার ধন-সম্পদ, জমি-সম্পত্তি বা চাকুরি।

২। মহিলার বংশ মর্যাদা, পদ বা যশ-খ্যাতি।

৩। মহিলার রূপ-সৌন্দর্য ও দেহকান্তি।

---

[৪১] *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

[৪২] *(বুখারী-মুসলিম)*

[৪৩] *(বুখারী, মুসলিম)*

৪। মহিলার গুণ ও দ্বীনদারী।

যে উক্ত চার গুণের মহিলা পায়, সে দুনিয়ায় বেহেশ্‌ত পায়। কিন্তু কিছু না পেলে দ্বীনদারী পাওয়া উচিত। আর দ্বীনদারী না পেলে অন্যান্য আকর্ষণে মহিলাকে সাথী বানানো উচিত নয়। কারণ তাতে পার্থিব সুখ কিঞ্চিৎ হলেও চিরসুখ লাভ হয় না।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, চারটি গুণ দেখে মহিলাকে বিবাহ করা হয়; তার ধন-সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন-ধর্ম দেখে। তুমি দ্বীনদার পাত্রী লাভ ক'রে সফলকাম হও। (অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।)[৪৪]

অনুরূপ জামাই বা স্বামী নির্বাচন করার ক্ষেত্রেও দ্বীন ও চরিত্র দেখা উচিত; নচেৎ ঠকতে হয়। পাত্রের কেবলমাত্র ধন দেখে অথবা আবেগময় কথা শুনে অথবা স্মার্ট ও হ্যান্‌স্যাম (সুদর্শন) চেহারা দেখে মুগ্ধ হওয়া উচিত নয়।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "যার দ্বীন ও চরিত্র তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তার সাথে (তোমাদের ছেলে কিংবা মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর (শুধুমাত্র দ্বীন ও চরিত্র দেখে তাদের বিবাহ না দাও বরং দ্বীন বা চরিত্র থাকলেও কেবলমাত্র বংশ, রূপ বা ধন-সম্পত্তির লোভে বিবাহ দাও), তাহলে পৃথিবীতে বড় ফিতনা ও মস্ত ফাসাদ, বিঘ্ন ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।"[৪৫]

---

[৪৪] *(বুখারী)*

[৪৫] *(ইবনে মাজাহ ১৯৬৭নং)*

(৫) আল্লাহর ভয়ে অভিসারিকার ডাকে যে সাড়া দেয় না।

অবশ্যই এ কাজ কঠিন, অবশ্যই এ কাজ চরম আল্লাহ-ভীরুতার, অবশ্যই এ কাজ চরম ধৈর্যের, চরম পরীক্ষার।

কোন মহিলা তাকে আহ্বান করে, অভিসারিকা তাকে চোখের ইশারায় অথবা হাতছানি দিয়ে ডাকে। প্রেমের তীর-ধনুক দিয়ে তার হৃদয়কে শিকার করতে চায়। উপযাচিকা হয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করে। গায়ে পড়া হয়ে তাকে ভালবাসতে চায়। একান্ত আপন ভেবে তাকে নিজের যৌবন ও দেহ সমর্পণ করতে চায়। যৌবনের উন্মাদনায় তাকে মিলন দিতে চায়।

কোন্ মহিলা? যে পছন্দের নয় সে?

না, বরং প্রধানতঃ তার দু'-দু'টো আকর্ষণ আছে। প্রথমতঃ তার মর্যাদা আছে। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে সে অথবা কোন পদস্থ লোকের কন্যা সে অথবা কোন উচ্চ পদের অধিকারিণী সে।

কে না চায় তাকে? কে না চায়, তার প্রেমিকা উচ্চ বংশের হোক? কে না চায়, তার স্ত্রী শিক্ষিকা, ডাক্তার অথবা কোন ভাল চাকুরে হোক? রাজকন্যা অথবা মন্ত্রীকন্যার প্রতি কার বা আকর্ষণ থাকে না? হেড মাষ্টার অথবা হেড মুদার্রিসের কন্যার প্রতি কোন্ ছাত্রের বা কামনা থাকে না? নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কন্যার প্রতি কার বা লোভ থাকে না?

দ্বিতীয়তঃ সুন্দরী সে। একজন যুবক একজন যুবতীকে যে সৌন্দর্যের সাথে পেতে পছন্দ করে, তা আছে তার। আর সৌন্দর্য সেই মনোরম উদ্যান, যাতে হৃদয়ের বুলবুল গান গেয়ে থাকে। সুন্দরীর দৃষ্টিতে যে তীর আছে, সে তীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হলে, যে কোনও যুবকের মৃত্যু অনিবার্য।

সে মহিলার রূপের বাহার আছে, দেহের আকর্ষণ আছে। ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভের মত তার রূপের গৌরব আছে। যার আছে---

" নবীন গৌরকান্তি---
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।"

সে তাকে স্বতস্ফূর্তভাবে ডাকছে। আভাষে-ইঙ্গিতে ডাকছে। চিঠিতে,

ফোনে, নেটে অথবা এস-এম-এসে ডাকছে। আত্মসমর্পণ করতে চাচ্ছে, দেহসমর্পণ করতে চাচ্ছে তার কাছে।

পাশাপাশি বসবাসকারিণী অভিসারিকা সে অথবা স্কুল-কলেজের কোন সহপাঠিনী অথবা কর্মক্ষেত্রের কোন সহকর্মিনী। হয়তো বা ভালবাসা নেই, কিন্তু ভাল লাগার কারণ আছে।

তার আহ্বানে সাড়া দিতে কোন বাধা নেই, কোন ভয় নেই। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, অন্তরাত্মা দিয়ে মিলনের স্বাদে মন ভরিয়ে দেবে সে। সমস্ত গোপনীয়তা রক্ষা করবে সে। এই রকম পরিস্থিতিতে পদস্খলন ঘটা কত স্বাভাবিক!

কিন্তু সে জানে, সে তার জন্য হালাল নয়। কেউ না দেখলেও, কেউ না জানলেও সর্বদ্রষ্টা সর্বজ্ঞ প্রতিপালক তো দেখবেন ও জানবেন। যিনি বলেছেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا﴾ (٣٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩২ আয়াত)*

যিনি বলেছেন,

﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌم بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ سورة الحشر

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামীকালের (কিয়ামতের) জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। *(সূরা হাশর ১৮ আয়াত)*

আর সে বলে,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَّأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ (٣٣) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে

আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন), যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।' *(সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)*

সুতরাং সে সতর্ক হয়, বিরত হয়। অভিসারিকার আহবানে সাড়া না দিয়ে তাকে বর্জন করে। মনের কামনা থাকতেও সে তাকে বলে, তুমি যে কাজের জন্য ডাকছ, তা বৈধ নয়। 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

অবশ্য মানুষের মন মন্দ-প্রবণ। মনে কামনা জাগে, ভালবাসা সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিগতভাবে সুন্দরের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যখন জানা যায় যে, তা হারাম, তখন তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেই লোক। যেহেতু সে আল্লাহকে ভয় করে। আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ﴾ (٢٠١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা মুত্তাকী ও পরহেযগার হয়, যখন শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়। *(সূরা আ'রাফ ২০১ আয়াত)*

হ্যাঁ, পবিত্র প্রেম হতে পারে। অন্তরের অন্তস্তলে তার প্রেম বাসা বাঁধতে পারে। এটা তো মানুষের প্রকৃতি। কিন্তু সে প্রেমকে মলিন ও অপবিত্র করা যাবে না। আর ভালবাসা অপবিত্র হয় তখনই, যখনই তা বিবাহের পূর্বে অন্তর ছাপিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে।

যদি বলেন, 'মনের ভিতরে এমন ভালবাসা রেখে লাভ কি?'

তাহলে আমি বলব, 'কোন লাভ নেই। বেল পাকলে কাকের কী লাভ থাকতে পারে? অবশ্য আপনি তাকে বৈধভাবে পেয়ে লাভ তুলতে পারেন। নচেৎ সে লাভে কোন লাভ নেই।'

--আল্লাহর নবী কি বলেন নি, "যে যাকে ভালবাসে, সে যেন তাকে তার ভালবাসার কথা জানিয়ে দেয়?"

--অবশ্যই বলেছেন। কিন্তু তা দ্বীনী বন্ধুত্বের ভালবাসার কথা। অবৈধ নারী-প্রেমের কথা নয়। নচেৎ অবৈধ নারীকে ভালবাসার কথা যখনই মন থেকে মুখে আসবে, তখনই তা অপবিত্র হয়ে যাবে।

একমাত্র আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার বর্জন করা উন্নত চরিত্রের পরিচয়,

আল্লাহভীরুতার প্রকট লক্ষণ। উন্নত চরিত্রের আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করবেন, তাই তাকে কাল কিয়ামতের কঠিন রৌদ্রে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।

এমন উন্নত চরিত্রের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইউসুফ (ﷺ)। তিনি রাজপরিবারের রানী যুলাইখার আশ্রিত ছিলেন। যে রানী সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী ছিল। সে তাঁকে ভালবেসে ফেলেছিল। উপযাচিকা হয়ে প্রেম নিবেদন করেছিল। নির্জন কক্ষে মিলন কামনা করেছিল। কিন্তু তিনি আল্লাহর ভয়ে যুলাইখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে উল্টা অপবাদ নিয়ে কারাগার বরণ করে নিয়েছিলেন! তাঁর কথা কুরআন বলে,

(২৩) সে যে স্ত্রীলোকের গৃহে ছিল, সে তার কাছে (উপযাচিকা হয়ে) যৌন-মিলন কামনা করল এবং দরজাগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল, 'এস! (আমরা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি।)' সে বলল, 'আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি (আযীয) আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে স্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।'

(২৪) নিশ্চয় সেই মহিলা তার প্রতি আসক্তা হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত; যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। অবশ্যই সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন।

(২৫) তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং মহিলাটি পিছন হতে (তাকে টেনে রুখতে গিয়ে) তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা মহিলাটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলাটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত কি দণ্ড হতে পারে?'

(২৬) সে (ইউসুফ) বলল, 'সেই আমার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিল।' মহিলাটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদী।

(২৭) আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।'

(২৮) সুতরাং গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পিছন দিক থেকে

ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বলল, 'এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনা বিরাট!

(২৯) হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়কে উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।'

(৩০) নগরে কতিপয় মহিলা বলল, 'আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাসের কাছে যৌন-মিলন কামনা করে; তার প্রেম তাকে উন্মত্ত ক'রে ফেলেছে। আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।'

(৩১) মহিলাটি যখন তাদের চক্রান্তের কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং একটি বৈঠকের আয়োজন করল। তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং তাকে বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, তখন তারা তার (রূপ-মাধুর্যে) অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, 'আল্লাহ পবিত্র! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্তা!'

(৩২) সে বলল, 'এই সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করেছ। আমি তো তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা আদেশ করি, সে যদি তা না করে, তাহলে অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

(৩৩) ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

(৩৪) অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

(সূরা ইউসুফ)

অনুরূপ উন্নত চরিত্রের দৃষ্টান্ত একজন মহিলা, মারয়্যাম (আলাইহাস সালাম)। যাঁর কথা বলতে মহান আল্লাহ নিজ নবী (ﷺ)-কে আদেশ ক'রে বলেছেন,

"(হে রসূল!) তুমি এই কিতাবে (উল্লিখিত) মারয়্যামের কথা বর্ণনা কর; যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল।

অতঃপর তাদের হতে সে নিজেকে পর্দা করল; অতঃপর আমি তার নিকট আমার রূহ (জিব্রাঈল)কে পাঠালাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।

মারয়্যাম বলল, 'আমি তোমা হতে পরম করুণাময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করছি; তুমি যদি সংযমশীল হও (তাহলে আমার নিকট থেকে সরে যাও)।'

সে বলল, 'আমি তো তোমার প্রতিপালক-প্রেরিত (দূত) মাত্র; তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করবার জন্য (আমি প্রেরিত)।'

মারয়্যাম বলল, 'কেমন ক'রে আমার পুত্র হবে! যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি; আর আমি ব্যভিচারিণীও নই।" *(সূরা মারয়্যাম ১৬-২০ আয়াত)*

আরও একটি উদাহরণ বানী ইস্রাঈলের তিন গুহাবন্দীর মধ্যে একজন। পাথর চাপা গুহার মধ্যে সে দুআ ক'রে বলল, "হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীচ্ছদ নষ্ট করো না।' সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।" সুতরাং পাথর কিছুটা আরো সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।[৪৬]

যদিও এ ঘটনায় মহিলা অভিসারিকা নয়, তবুও চরম মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার বর্জন করার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে এতে। আর সে

[৪৬] *(বুখারী-মুসলিম)*

কাজ ছিল আল্লাহর নিকট এতই পছন্দনীয় যে, তারই অসীলায় দুআ করলে তিনি তা কবুল করেছিলেন।

আল্লাহর ভয়ে যে ব্যক্তি দুশ্চরিত্র নারীর প্রেম নিবেদন উপেক্ষা করবে, আল্লাহ তাকে আরশের ছায়া দান করবেন এবং বেহেশ্তে ঠাঁই দেবেন। তিনি বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۙ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۗ﴾ (٤١) سورة النازعات

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রেখেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল। *(সূরা নাযিআত ৪০-৪১ আয়াত)*

(৬) সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমনভাবে দান-খয়রাত করে যে, তার ডান হাত কি দান করে তা বাম হাতও টের পায় না।

যেহেতু সে দান করে কেবল আল্লাহর কাছে তার বদলা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। মানুষের কাছে সুনাম, খ্যাতি, সম্মান, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি তার লক্ষ্য নয়। তাই তো দরিদ্রকে অন্নদানের সময়েও সে বলে,

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾ (৯)

অর্থাৎ, 'শুধু আল্লাহর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। *(সূরা দাহর ৯ আয়াত)*

সে এমনভাবে গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত যা দান করে, তা তার বাম হাতও জানতে পারে না।

অর্থাৎ, তার একান্ত কাছের লোকও জানতে পারে না।

তার বাম হাতটি যদি কোন মানুষ হত, তাহলে ডান হাতের দানের কথা জানতে পারত না।

অথবা ডান হাতে দান করলে বাম পাশের লোকে জানতে পারে না।

অথবা দান ক'রে সে রিয়া করে না, ফলে বাম পাশের ফিরিশ্তা তা লিপিবদ্ধ করেন না।

এই গোপনীয়তার উদ্দেশ্য হল, প্রথমতঃ দাতা রিয়া থেকে বাঁচতে পারবে। যেহেতু রিয়া থাকলে দান নষ্ট হয়ে যাবে, বরং তা শির্কে পরিণত হয়ে যাবে।

আর দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হচ্ছে, সেও লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পাবে। যেহেতু এমনও দরিদ্র আছে, যে চায় না যে, তাকে কেউ দান করুক। সে চায় যথাসম্ভব কোন বিনিময়ে অর্থলাভ করুক। অথবা সে চায় না যে, অন্য কেউ জানতে পারুক যে, সে অপরের সাদকা গ্রহণ করছে।

এ ক্ষেত্রে যাকে দান করা হচ্ছে, সেও যদি দানের কথা বুঝতে না পারে, তাহলে আরও ভাল। যেমন সে যদি কিছু ক্রয় করে, তাহলে ২০ টাকার জিনিসকে ১০ টাকায় বিক্রয় করলে তাকে দান করা হবে, অথচ সে বুঝতেও পারবে না। এতে আছে পরিপূর্ণ ইখলাস।

দাতা যেমন দান করার সময় একান্ত গোপনে দান করবে, তেমনি দান করার পরেও গোপনীয়তা রক্ষা করবে। কোন প্রকারে তা প্রকাশ করবে না। যেমন এক ব্যক্তি গোপনীয়তা রক্ষা করতে বলে আমাকে কিছু দান দিয়ে এক ব্যক্তিকে দিতে বলল। দানটি ছিল বড় দান। সে দান নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে চর্চা হল। আর তাতে নাম হতে লাগল আমার। তা শুনে দাতা এক সময় বলেই ফেলল, 'দিলাম আমি, আর নাম হল ওর!' এর ফলে সে গোপনে দান করার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল।

যেমন পরবর্তীতে কোন কারণে তা খোঁটা দিয়ে অথবা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে দাতা দানের গোপনীয়তা নষ্ট করবে না। যেহেতু তাতে সাদকাটাই ঘোলা ডিমের মত নষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى لا كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ط لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ط وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট ক'রে দিও না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক

দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি শক্ত পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতঃপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে মসৃণ ক'রে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৪ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, গোপনে দান করার বিশাল এই ফযীলত রয়েছে। তবে তার মানে এই নয় যে, প্রকাশ্যে দান করা যাবে না। বরং ফরয সাদকাহ বা যাকাত হলে, তা প্রকাশ্যেই আদায় করা উত্তম। যাতে এই রীতি মুসলিম সমাজে স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত থাকে।

পক্ষান্তরে নফল সাদকা হলে গোপনে করা ভাল। তবে যদি অন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকে এবং মনে লোক-দেখানির নিয়ত না থাকে, তাহলে সেটাও উত্তম হতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্তকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭১ আয়াত)*

মাল-ধন আল্লাহরই দান। তার রাস্তায় তারই মাল দিতে বান্দার কুণ্ঠা হওয়া উচিত নয়। কেউ মারা গেলে ধন তার সঙ্গে যাবে না। হয়তো বা এমনও লোকের জন্য ফেলে যেতে হবে, যাকে পছন্দ করে না। সুতরাং তাঁর ধন, তাঁরই পথে যথানিয়মে খরচ ক'রে নিজেকে রৌদ্র থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া উত্তম নয় কি?

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "(কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ নিজ সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"[৪৭]

তিনি আরো বলেন, "সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠাণ্ডা ক'রে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।"[৪৮]

---

[৪৭] *(আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৭২নং)*

[৪৮] (ত্বাবারানীর কাবীর, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৮৭৩নং)

(৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ ক'রে কাঁদে

সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর তার দুই চক্ষু বেয়ে অশ্রু বিগলিত হয়।

গোপনে তাঁর মহত্ত্ব ও বিশালত্বের কথা স্মরণ ক'রে ভয়ে তার কান্না আসে।

নিরালায় তাঁর প্রতি ভালবাসার কথা স্মরণ ক'রে তার চোখে অশ্রু-ঝরণা প্রবাহিত হয়।

একান্তে তাঁর দেওয়া কত নিয়ামতের কথা স্মরণ ক'রে মনে মনে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ক'রে চোখের পানি বহায়।

হে আমার প্রতিপালক! কষ্টের পর স্বস্তি দিয়েছ তুমি, তোমার কৃতজ্ঞতার কি শেষ আছে?

'ছেঁড়া কাঁথায় ঘুম দিয়ে লাল টাকার স্বপ্ন' দেখতাম, সে স্বপ্ন বাস্তব ক'রে দিয়েছ তুমি। তোমার প্রতি কি ভক্তি না জাগে?

কুঁড়ে ঘর থেকে তুলে এনে বালাখানার বাসিন্দা করেছ আমাকে। তোমার কথা কি ভুলতে পারি?

দারিদ্রের সাথে লড়াই করতে করতে বেঁচেছি, আজ রাজা বানিয়ে দিয়েছ আমাকে। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতায় কি চোখে পানি না আসে?

'দয়া বলে, কে গো তুমি মুখে নাই কথা?
অশ্রু ভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা।'

লাঞ্ছনার লাথি-জুতা খেতে খেতে ঘুরেছি, আজ সম্মানের উচ্চ আসনে স্থান দিয়েছ আমাকে। তোমার প্রতি কি অনুরাগ না আসে?

অনেক কিছু দিয়েছ আমাকে, আবার অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত রেখেছ। সবাইকে তুমি সব জিনিস দাও না। সবাই তো আর সব চাওয়া পায় না। সেই বঞ্চনার বুকে কি কান্না-বাষ্প চেপে রাখা যায়?

মানুষ দুঃখের কথা অপরকে বলতে পারলে দুঃখের ভার লঘু হয়, অপরকে বলার মত না হলে কাঁদলে মনের বোঝা হাল্কা হয়। তাই নির্জনে তোমার কাছে সব কথা বলে দু'চোখে অশ্রু ঝরাই।

প্রভু গো! তুমি আঘাত দিয়ে আমার কান্না দেখতে চাও, তাই আমি কাঁদি। তোমার বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ নেই আমার, তাই আমি কাঁদি। সবারই আশা পূরণ করতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। অন্যের দুঃখ দেখে দুঃখ পাই, তাই আমি কাঁদি। সবারই কান্না দেখেও সবারই চোখের পানি আমি মুছতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। কাছে থেকেও অনেকের ব্যথা দূর করতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। মানুষের দুর্দিন দেখে কাঁদি, কিন্তু সে কাঁদার লাভ কি, যদি তা দূর করতে না পারি? তাই আমি তোমার কাছে কাঁদি। ছোটবেলা থেকে কেঁদে আসছি, তাই আমি কাঁদি। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই আমি কাঁদি। আমার জীবনে একটি বড় অসঙ্গতি আছে, আমার বুকের ভিতরে বিশাল শূন্যতা আছে, আর সেই শূন্যতায় অশ্রু-সাগর আছে, তাই আমি কাঁদি। যা চাই, তা পাই না, তাই আমি কাঁদি। যা পেয়েছিলাম, তা হারিয়ে গেছে, তাই আমি কাঁদি। যা আছে, তা চাই না, তাই আমি কাঁদি।

একান্ত আপনজন ভুল বুঝে যখন আমাকে দূরে ঠেলে দেয়, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি। লোকের দেওয়া আঘাতের বিনিময়ে আঘাত দিতে পারি না বলে আমি তোমার কাছে কাঁদি। গালির বদলে গালি দিয়ে প্রতিশোধ নিতে পারি না বলে আমি তোমার কাছে কাঁদি। তোমার সবল সৃষ্টি যখন আমার মত দুর্বলদের সুখসামগ্রী কেড়ে নেয়, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি। যখন আমি বিপদগ্রস্ত অথবা পীড়িত হই, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি।

যখন তুমি আমাকে পরীক্ষা কর, তখন আমি বিপদ গর্ভে নির্জনে ইউনুসের মত কাঁদি। যখন আমার আপনজনেরা যুক্তি ক'রে আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিপদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে, তখন আমি ইউসুফের মত তোমার কাছে কাঁদি। যখন নোংরা-প্রকৃতির লোকেরা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে আমার চেহারায় কলঙ্কের কালিমা লেপন করে, তখন আমি আয়েশার মত তোমার কাছে কাঁদি। যখন মানুষে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতাবশতঃ আমার যশ দেখে রোষ করে, তখন আমি তোমার কাছে কাঁদি।

লোককে তোমার অবাধ্যতা করতে দেখি, তাই আমি কাঁদি। পাপ থেকে বাঁচতে পারি না, তাই আমি কাঁদি। তোমার আযাবকে ভয় করি, তাই আমি কাঁদি। আমার আমল কবুল হবে কি না, তার আশঙ্কা হয়, তাই

আমি কাঁদি। তোমার জান্নাতের লোভে কাঁদি। আমার চিরসঙ্গিনীদের বিরহে আমি কাঁদি। তাদের সাথে মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমি কাঁদি।

বেহেশ্‌তী হুরীর মজনু আমি, মন রেখেছি বাঁধি,
মিলন আশায়, প্রেমের নেশায় এখন হতে কাঁদি।

লোকালয়ে কাঁদলে লোকে সত্যিই পাগল বলবে, তাই নির্জনে কাঁদি। মজলিসে কান্না করলে হয়তো রিয়া (লোক-দেখানি) হয়ে যাবে, তাই নিরালায় বসে অশ্রু মুছি। আমার মনের গোপন কথা শোনার মত তুমি ছাড়া কেউ নেই, তাই আমি তোমার কাছে কাঁদি। আমার মনের আকুল আবেদন শোনার মত কেউ নেই, তাই আমি তোমার দরবারে কাঁদি।

আমি মনে করি, আমার এ কান্না তোমার পছন্দ। যেহেতু নবী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর নিকট দু'টি বিন্দু এবং দু'টি চিহ্ন অপেক্ষা কোন বস্তু অধিক প্রিয় নয়। (এক) ঐ অশ্রুবিন্দু, যা আল্লাহর ভয়ে বের হয়। আর (দুই) ঐ রক্তবিন্দু, যা আল্লাহর পথে বহিয়ে দেওয়া হয়। আর দু'টি চিহ্ন হল : (এক) ঐ চিহ্ন যা আল্লাহর পথে (জিহাদ ক'রে) হয়। আর (দুই) আল্লাহর কোন ফরয কাজ আদায় ক'রে যে চিহ্ন (দাগ) পড়ে। *(তিরমিযী)*

যারা আল্লাহভক্ত, তারা আল্লাহর ভক্তিতে কাঁদে। তারা তাঁর কালাম শুনে ও পাঠ ক'রে কাঁদে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْرَائِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا﴾ السجدة

অর্থাৎ, নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। *(সূরা মারয়াম ৫৮ আয়াত)*

﴿قُلْ آمِنُوْا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوْا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (١٠٨) وَيَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا (١٠٩)﴾

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।'

(সূরা বানী ইস্রাঈল ১০৭-১০৯ আয়াত)

﴿وَإِذَا سَمِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ﴾

অর্থাৎ, যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত কর।

(সূরা মাইদাহ ৮৩ আয়াত)

তারা কুরআনের আয়াত পড়ে ও শুনে (তার অর্থ বুঝে) কাঁদে, তারা নামাযে সিজদায় পড়ে কাঁদে, কারণ তখন মহান আল্লাহ তার সবচেয়ে নিকটে হন। আর মহান আল্লাহ সেই সময় তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

তারা ভাল কাজ করতে পারে না বলে কাঁদে। দান করতে পারে না বলে কাঁদে।

﴿وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ﴾

অর্থাৎ, আর ঐ লোকদেরও (বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ) নেই, যারা তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে এল যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, (যাদেরকে) তুমি বললে, 'আমার নিকট তোমাদেরকে আরোহণ করাবার মত কোন বাহন নেই।' তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের চক্ষু হতে অশ্রু বইতে লাগল এ দুঃখে যে, তাদের কাছে ব্যয় করার মত কোন কিছুই নেই। *(সূরা তাওবাহ ৯২ আয়াত)*

লোকের সামনে কান্না নিছক আল্লাহর জন্য নাও হতে পারে। লোক দেখানি (রিয়া) হতে পারে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রতি নির্মল-নির্ভেজাল ভালবাসার মূল্য দিয়ে থাকেন। তাই তো এমন বান্দাকে তাঁর আরশের ছায়া দান করবেন। আর যে আরশের ছায়া পাবে, সে কি বেহেশ্তে যাবে না? অবশ্যই। তার সেই বিগলিত কয়েক বিন্দু অশ্রুধারা দোযখের আগুনকে নিভিয়ে দেবে!

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে, যতক্ষণ না (দোহনকৃত) দুধ বাঁটে ফিরে যাবে। (অর্থাৎ দু'টোই অসম্ভব)। আর আল্লাহর রাস্তার ধুলো ও জাহান্নামের ধোঁয়া একত্রিত হবে না।"[৪৯]

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, "দুটি চক্ষুকে দোযখের আগুন স্পর্শ করবে না (দু'টি চক্ষু দোযখের আগুন দেখবে না), প্রথম হল সেই চক্ষু, যা আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। আর দ্বিতীয় হল সেই চক্ষু, যা আল্লাহর পথে (জিহাদে) পাহারায় রাত্রিযাপন করে।"[৫০]

সে অন্তর কতই না কঠিন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে নরম হয় না, কাঁদে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান---যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। *(সূরা যুমার ২২ আয়াত)*

---

[৪৯] *(তিরমিযী, হাসান সহীহ)*

[৫০] *(তিরমিযী, সহীহুল জামে ৪১১২ নং)*

(৮) যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোন ঋণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা অবধি) অবকাশ দেয়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

(مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ يَسَّرَ عَلَيْهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোন ঋণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা অবধি) অবকাশ দেবে বা তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনে নিজ (আরশের) ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।[৫১]

সাংসারিক বা বাণিজ্যিক প্রয়োজনে মানুষকে ঋণ করতে হয়। যে ঋণ দেয়, তার অর্ধেক অর্থ সাদকা করার সমান সওয়াব হয়। কিন্তু অনেকে ঋণ নেওয়ার পর দেউলিয়া হয়ে যায় এবং ঋণ পরিশোধ করার মত ক্ষমতা তার থাকে না। সেই সময় সে যাকাতের হকদার হয়। ভিক্ষা করাও তার জন্য বৈধ হয়ে যায়। এমন লোককে ঋণদাতা যদি নিজে দয়াপূর্বক ঋণ মকুব ক'রে দেয় অথবা পরিশোধ করার আশা থাকলে অতিরিক্ত সময় দান করে, তাহলে নিশ্চয় সে পুরস্কারের উপযুক্ত। আর সেই পুরস্কার হল, ছায়াহীন রৌদ্রের মাঠে আরশের ছায়া।

এ ছাড়া ঐ কাজের আরো ফযীলত রয়েছে।

মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোন একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন।....."[৫২]

আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, "যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিনের অস্থিরতা ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতি দেবেন, সে যেন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিকে অবকাশ দান করে অথবা তার ঋণ মকুব ক'রে দেয়।"[৫৩]

---

[৫১] *(তিরমিযী হাসান সহীহ)*

[৫২] *(মুসলিম)*

[৫৩] *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "(প্রাচীনকালে) একটি লোক লোকেদেরকে ঋণ দিত এবং তার (আদায়কারী) কর্মচারীকে বলত যে, 'যখন তুমি কোন পরিশোধে অসমর্থ ঋণগ্রহীতা ব্যক্তির কাছে যাবে, তাকে ক্ষমা ক'রে দেবে। হয়তো (এর প্রতিদানে) আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।' সুতরাং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে (অর্থাৎ, মারা গেলে) আল্লাহ তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন।"[৫৪]

তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের মধ্যে একটি লোকের হিসাব নেওয়া হয়েছিল। তার একটি মাত্র সৎকর্ম ব্যতিরেকে আর কোন ভাল কাজ পাওয়া যায়নি। সেটি হল এই যে, সে লোক সমাজে মিলে-মিশে থাকত। সে ছিল কিন্তু সচ্ছল (বিত্তশালী)। নিজ চাকরদেরকে গরীব ঋণগ্রস্তদের ঋণ মকুব করার নির্দেশ দিত। (এসব দেখে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বললেন, 'আমি তো ওর চাইতে বেশি ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারী। (হে ফিরিশ্তাবর্গ!) তোমরা ওকে মাফ ক'রে দাও।"[৫৫]

বলা বাহুল্য, সেই ব্যক্তি কি কিয়ামতে কোন প্রকার সহযোগিতার আশা করতে পারে, যে ব্যক্তি ঋণ দিয়ে সূদ ওসুল করে?

প্রকাশ থাকে যে, রাষ্ট্রনেতার কর্ম ছাড়া বাকী কর্মগুলির ফযীলত মহিলাও পেয়ে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া লাভ করতে পারে।

মহান আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন। আমীন!

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

---
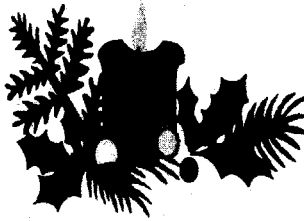
[৫৪] *(বুখারী ও মুসলিম)*

[৫৫] *(মুসলিম)*

লেখকের অন্যান্য বই

১। কিতাবুত তাওহীদ
২। সংক্ষিপ্ত সালাতে মুবাশ্‌শির
৩। সালাতে মুবাশ্‌শির
৪। পথের সম্বল
৫। ফিরকাতুন নাজিয়াহ
৬। জিভের আপদ
৭। ব্যাংকের সুদ কি হালাল?
৮। জানাযা দর্পণ
৯। বিদআত দর্পণ
১০। ফাযায়েলে আমল
১১। রাযায়েলে আমল
১২। ফাযায়েল ও রাযায়েল
১৩। আদর্শ বিবাহ ও দাম্পত্য
১৪। আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ
১৫। দ্বীনী শিক্ষার নৈতিকতা
১৬। দ্বীনী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা
১৭। সহীহ দু'আ, ঝাড়ফুঁক ও যিকর
১৮। ফিতনার নীতিমালা
১৯। যুব সমস্যা ও তার সঠিক সমাধান
২০। উলামার মতানৈক্য
২১। মণিমালা
২২। দেনা পাওনা
২৩। রমাযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল
২৪। যাকাত ও খয়রাত
২৫। পথের সন্ধান
২৬। সুখের সন্ধান
২৭। শিশু প্রতিপালন
২৮। যুল হিজ্জার তের দিন
২৯। মহানবীর আদর্শ জীবন
৩০। বার মাসে তের পরব
৩১। হাদীস ও সুন্নাহর মূল্যমান
৩২। জান্নাত জাহান্নাম
৩৩। কাফির বলার মৌলনীতি
৩৪। ইসলামী জীবন ধারা
৩৫। হারাম রুজি ও রোজগার
৩৬। নামাযে বিসমিল্লাহর বিধান
৩৭। আদর্শ ছাত্র জীবন
৩৮। দিগদর্শন
৩৯। রামাযান স্বাগতম
৪০। বরকতময় দিনগুলি
৪১। বিতর্কিত মুনাজাত
৪২। কুইজ প্রশ্নোত্তর
৪৩। মরণকে স্মরণ
৪৪। আদর্শ মুসলিম নারী
৪৫। মুনাফিকী আচরণ
৪৬। মহিলার নামায
৪৭। আমানত ও খিয়ানত
৪৮। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী
৪৯। উমরাহ নির্দেশিকা
৫০। ধর্মের নামে গোঁড়ামী ও সন্ত্রাস
৫১। সূরাতুস সালাত
৫২। তাহকীক রিয়াযুস সালেহীন
৫৩। নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ও কবিতা অনৈসলামী আক্বীদা
৫৪। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান
৫৫। তাফসীর আহসানুল বায়ান (বাংলা তাফসীর) (বাদশাহ ফাহাদ প্রিন্টিং প্রেস থেকে এর উর্দু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে)।

৫৬। বিনা পণের বউ ৫৭। প্রবাসী জীবন ৫৮। বিষে ভরা ফুল
৫৯। ফারায়েয শিক্ষা ৬০। আরশের ছায়া ৬১। দ্বীনের দাওয়াত
৬২। ঘরকুনো নামাযী ৬৩। বড় হওয়ার স্বপ্ন ৬৩। সরল তাওহীদ

ইনশাআল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে সবগুলো বই তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

তাওহীদ পাবলিকেশন্স

[কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর গণ্ডিতে আবদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় সচেষ্ট]

৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১১৯০৩৬৮২৭২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬, ০১৯১৯৬৪৬৩৯৬

ইমেইল : tawheedpp(@)gmail.com,

ওয়েব : www.tawheedpublications.com